ইত্তেফাক

00-002

তারিখ ... 4.9.84 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1 ...

আদমশুমারির রিপোর্ট

১৯৮১ সালে গৃহীত আদমশুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে গত সোমবার। এই রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে, দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ৯ কোটি ৬০ লক্ষ। দুই হাজার সালে এই সংখ্যা ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষে উন্নীত হইবে এবং এর বৃদ্ধির হার হইতেছে ২'৪ ভাগ। অন্যদিকে এই জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশীর বয়স ১৭ বছরের নীচে এবং শিক্ষিতের হার হইতেছে, ৩০ ভাগ। রিপোর্টের অন্য উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হইতেছে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশী হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার হার হ্রাস পায় নাই; বরং কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এছাড়া মোট জনসংখ্যার মাত্র এক ভাগ মানুষের নিকট এ পর্যন্ত টিউবওয়েলের পানি পৌঁছানো সম্ভব হইয়াছে।

আদমশুমারির এই রিপোর্টটি যে নানা কারণে আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ তাহা বলা বাহুল্য। একটি দেশে মানুষ এলাকাভিত্তিক বসবাস করে। এই মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, গৃহ, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী। অন্যদিকে এই মানুষ বা নাগরিকদের এই সমস্ত চাহিদা পূরণ করিতে হইলে নাগরিকদের বর্তমান সংখ্যাই নয়, নিকট ভবিষ্যতে তাহাদের সংখ্যা কত হইতে পারে তাহারও একটি সম্ভাব্য হিসাব আবশ্যক। তাছাড়া এই নাগরিকেরা বর্তমানে কি কি জীবনোপকরণ ভোগ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে তাহাদের জীবনোপকরণ-চাহিদা কি হইতে পারে তাহারও একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। আর এই ধারণা গ্রহণ আদমশুমারি ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণে কী ধনী কী দরিদ্র—যে কোন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে আদমশুমারি অতি আবশ্যকীয় দলিল হিসাবে গণ্য হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে হয় যে, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা দুই হাজার সালে হইবে প্রায় ১৪ কোটি। পক্ষান্তরে বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশীর বয়স হইল অনূর্ধ্ব ১৭ বছর। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে এই দুইটি তথ্য অবশ্যই সামনে রাখিতে হইবে। কারণ, অনূর্ধ্ব ১৭ বছরের লোকরা ৫/৭ বছরের মধ্যে যেভাবে গড়িয়া উঠিবে তাহার উপরই নির্ভর করিবে দেশের ভবিষ্যৎ কর্মধারা। আর দুই হাজার সালে ১৪ কোটি লোকের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি পূরণ করিতে হইলে সে অনুযায়ী এখনই কাজ শুরু করিয়া দিতে হইবে। একইভাবে শিক্ষা প্রসার, চিকিৎসার হার এবং জন্মমৃত্যু হারের হ্রাস-বৃদ্ধিও প্রয়োজন হইবে এতদসম্পর্কিত কোন পদক্ষেপ গ্রহণে।

আদমশুমারি বা জনসংখ্যা জরিপের একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকে সকল দেশেই। অর্থাৎ দেশের লোকসংখ্যা হইতে শুরু করিয়া পেশাধারী লোক, বেকারসহ সকল শ্রেণীর লোকদের হিসাব প্রকাশের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর যাবতীয় তথ্য তুলিয়া ধরা হয়। কিন্তু আদমশুমারির যে রিপোর্ট পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেশের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষণ সম্ভব হয় নাই। বিশেষতঃ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রদের সম্পর্কে যেমন কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নাই, ঠিক তেমনি দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারদেরও কোন তথ্য উল্লেখিত হয় নাই। ইহা আদমশুমারির একটি বড় ত্রুটি। এর মাধ্যমে তাই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা নেওয়া দুরূহ হইয়া পড়িতে পারে। এতদসত্ত্বেও যে আদমশুমারি গ্রহণ ও তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই বড় কথা।